বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়ঃ বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরের (জানুয়ারি ২০০৯-জুন ২০১৮) বিজেএমসি'র গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রেরণ।

পাট ও পাট শিল্পের সংগে আমাদের স্বাধীনতা, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, আমাদের আবেগ ও সংস্কৃতি জড়িত। আবহমান কালধরে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সংগে পাটের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তিনি কৃষকগণের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি স্বাধীনতার সনদ ছয় দফায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে বিজেএমসিকে নানান উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে পাটখাত এবং বিজেএমসি'র উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পাটশিল্প তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। বিগত প্রায় ১০ বৎসরে সরকারের গৃহিত কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

➢ বন্ধ মিল চালু ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর, পুঁজি প্রত্যাহার এবং বন্ধকৃত ও বিক্রয়কৃত মিলসমূহের সংখ্যা ছিল ৩৫ টি। তন্মধ্যে ২০০৯-১৮ সময়ে মোট ৫ (পাঁচ) টি বন্ধ মিল চালু করা হয়েছে। মিলগুলো পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ (বর্তমানে খালিশপুর জুট মিলস্ নামে) কওমী জুট মিলস্ লিঃ (বর্তমানে জাতীয় জুট মিলস্ নামে) চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ, কর্ণফুলী জুট মিলস্ লিঃ এবং ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী পূর্ব নামেই চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিরাণ ভূমিতে পরিণত মিল এলাকায় প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং কয়েক হাজার বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। বন্ধ মিল চালুকরণের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলঃ

সাল	বন্ধ মিলের নাম ও ঠিকানা	বন্ধ মিল চালুর তারিখ
২০১০-১১	পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ (বর্তমানে খালিশপুর জুট মিলস্ নামে), খালিশপুর, খুলনা।	০৫/০৩/২০১১
২০১১-১২	কওমী জুট মিলস্ লিঃ (বর্তমানে জাতীয় জুট মিলস্ নামে), রায়পুর, সিরাজগঞ্জ।	০৯/০৪/২০১১
২০১২-১৩	দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ, খালিশপুর, খুলনা।	২৪/০১/২০১৩
২০১৩-১৪	কর্ণফুলী জুট মিলস্ লিঃ এবং ফোরাত কর্ণফুলী	২৬/০১/২০১৩

➢ মিল পুনঃ গ্রহণ

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরিত মিলসমূহের মধ্যে চুক্তির শর্ত লংঘনের কারণে ২০০৯-১৮ সালের মধ্যে ৬ (ছয়) টি বন্ধ মিল (ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, এ আর হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, ফৌজি চটকল লিঃ, তাজ জুট বেকিং লিঃ, সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ, কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ) সরকারের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা হয় (Take Back)। বিজেএমসি'র অধীনে ২০০৯ সাল পর্যন্ত চালু মিলের সংখ্যা ছিল ১৯ টি। বর্তমানে চালু

মিলের সংখ্যা ২৫ টি। ফিরিয়ে আনা ও ১টি বন্ধ মিল সহ মোট মিলের সংখ্যা ৩২ টি। ফিরিয়ে আনা মিলসমূহ যাতে অচিরেই চালু করা যায় সে লক্ষ্যে বিজেএমসি আইনানুগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মিল পুনঃ গ্রহণের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলঃ

সাল	পুনঃ গ্রহণকৃত মিলের নাম ও ঠিকানা	পুনঃ গ্রহণের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
২০১৪-১৫	(১) ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	১৪/০৫/২০১৫	Take Back এর বিপরীতে মামলা চলমান আছে।
২০১৫-১৬	(২) এ আর হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদরীপুর।	০৫/০৪/২০১৭	,,
২০১৬-১৭	(৩) ফৌজি চটকল লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	১৩/০৭/২০১৭	,,
	(৪) কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ	৩০/১১/২০১৭	Viscose উৎপাদন কারখানা স্থাপন করার জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে।
	(৫) সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ,	০৭/১২/২০১৭	মামলা চলমান ।
২০১৭-১৮	(৬) তাজ জুট বেকিং লিঃ,	২৫/০১/২০১৮	মামলা চলমান ।

- **মানব সম্পদ উন্নয়ন**

মিলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মরত জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের নিমিত্ত ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে (১টি খুলনা, ১টি চট্টগ্রামে এবং ১টি ঢাকায়)। সর্বমোট ১৬৯০০ জনকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ডেমরাতে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পুর্বে বিজেএমসি'র কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না।

- **বিজেএমসি আধুনিকীকরণ**

সরকারের সহায়তায় পাটকল গুলো বিএমআরই করণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং চীনের সাথে যৌথ উদ্দ্যোগে মিলসমূহ বিএমআরই করার কার্যক্রম চলছে। অর্থাৎ সরকারের সহায়তায় বিএমআরইকরণ, স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল স্থাপন, বহুমূখী পাট পণ্য উৎপাদনসহ মোট ৬টি এবং পিপিপি-র অর্থায়নে ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে (পরিশিষ্ট ক, খ)। এছাড়াও বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট গ) এবং এগুলো স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে বিজেএমসি'র স্বাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হবে।

সরকারি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প (২০১৭-১৮)

১। **শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল স্থাপন প্রকল্প (মাদারগঞ্জ, জামালপুর):** এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুপাতে পাট এবং তুলার সংমিশ্রণে কাপড় উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮৮৫.৩৭ লক্ষ টাকা।যা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমানে বেসরকারী বস্ত্র মিলসমূহ ৬০০ কোটি টাকার কাপড়/জিন্স আমদানী করে থাকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হবে।

২। **বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ২২টি মিল বিএমআরইকরণ প্রকল্প (জি টু জি):** প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চীনের সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীনা ফার্ম প্রাথমিক সম্ভাবতা সমীক্ষা করেছে, আর্থিক সম্ভাবতা সমীক্ষা ও ESIA চলমান। চীনের CTEXIC প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বিজেএমসি'র উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, বিজেএমসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নতি হবে।

৩। **বহমুখী পাট পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিজেএমসি-র ০৩ টি মিলে ০৩ টি ইউনিট স্থাপন প্রকল্পঃ** করিম জুট মিলস লি: ও দৌলত পুর জুট মিলস লি: এবং কেএফডি মিলে প্রকল্পটি ৩৩৬০.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে করার প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/৬/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ফেল্ট সহ অন্যান্য বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা হবে। দেশে এবং বিদেশে এ সমস্ত পণ্যের অনেক চাহিদা রয়েছে।

৪। **বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীণ ৩(তিন)টি (ইউএমসি, জেজেআই, গালফ্রা হাবিব) মিল বিএমআরইকরণ প্রকল্পঃ** প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৩৮৯.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ২৬/০৬/১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিনটি মিলের উৎপাদনশীলতা, মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং লোকসান কমবে।

৫। **বহমুখী পাট পণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরী স্থাপন, ডেমরা, ঢাকা, প্রকল্পঃ** প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৩০২.২৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। খুব শীঘ্যই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য একনেক এর উপস্থাপন করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা হবে।

৬। **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্তৃক অনুমোদিত "এসএমএস ভিত্তিক পাটক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা "প্রকল্পঃ** বিজেএমসি'র আওতাধীন পাট ক্রয় কেন্দ্র সমূহ "এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয় বিক্রয় করার ব্যবস্থা" প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি পাট চাষীদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচীর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।এর ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকগণ প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে এবং সরাসরি ও সঠিক মূল্যে পাটক্রয় কর্মকর্তার নিকট পাট বিক্রয় করতে পারছেন।

Public-Private Partnership এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প (২০১৭-১৮)

১। **সোনালী আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ** প্রকল্পটির নাম "শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি ডেভেলপার নিয়োগ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মতিঝিলে ২৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে।

২। **বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রামস্থ নো-ভিউ গেষ্ট হাউজের জমিতে মার্কেট, আবাসিক ফ্লাট ও রিসোর্ট নির্মাণ প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পিপিপি গাইড লাইন অনুসারে বিজেএমসি কর্তৃক Project Delivery Team গঠন করা হয়। পিপিপি হতে অর্থ সহায়তায় PPTAF Application Form পূরণ পূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিজেএমসির আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিজেএমসি-র নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প (২০১৭-১৮)

১। **পাট হতে সোনালী ব্যাগ উৎপাদন কারখানা স্থাপন পাইলট প্রকল্পঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের ১টি ইউনিট হিসেবে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "সোনালীব্যাগ" নামকরণ করেন। পারবেশ দূষণকারী পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব "সোনালীব্যাগ" এর মাধ্যমে পাটের স্বর্ণ যুগের সূচনা হবে। বিজেএমসি খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোনালীব্যাগের উৎপাদন শুরু করবে। খুব শীঘ্রই ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কোম্পানী Futamura এর সাথে NDA এবং MOU স্বাক্ষরিত হবে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে বৎসরে শত কোটি টাকা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২। **আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ** বিজেএমসি'র করিম জুট মিলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এতে প্রথম ধাপে প্রায় ৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ভবন নির্মাণের পাইলিং ও বেইসমেন্ট স্লাব এর কাজ শেষ হয়েছে। সরকারী বেসরকারী পাটকল, বস্ত্রকল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীর চাহিদার ভিত্তিতে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩। **পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরির কারখানা স্থাপন পাইলট প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৩.৪৫ লক্ষ টাকা। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় গত ১৯/০১/১৮ তারিখে জামালপুর (সরিষাবাড়ী) তে ফ্যাক্টরী শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটির Pilot Project জার্মনীর প্রতিষ্ঠান Interlope UG গবেষনা সহায়তা প্রদান করছে। মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে উৎপাদিত সমুদয় পাট পাতা (২ টন বা ততোধিক) Interlope UG কর্তৃক ক্রয় করা হবে মর্মে চুক্তি করা হয়েছে। পাট পাতার গুনাগুন এবং বিভিন্ন Variety সম্পর্কে Interlope UG সাথে দেশ বিদেশের ল্যাবে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। মূল প্রকল্পটি জামালপুরের সরিষা বাড়ীতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। **বেলিং হুপস তৈরী কারখানা স্থাপন প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি ২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতি বৎসর বিজেএমসি'র ২২ টি পাটকলে প্রায় ১৮/১৯ কোটি টাকার Bailing Hoops আমদানি করতে হয়। এ ইউনিট স্থাপিত হলে বিজেএমসি'র মিলসমূহের জন্য Bailing Hoops আমদানি করতে হবে না।

৫। **গালফ্রা হাবিব লি: এ সয়েল সেভার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারী উৎপাদন ইউনিট স্থাপন প্রকল্পঃ** খালিশপুর জুট মিলে পরীক্ষামূলকভাবে জিওজুট উৎপাদন করছে। গালফা হাবিব লিঃ এ আরও ০১টি Roving Frame মেশিন তৈরী করছে। ৮০% কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক, নির্মাণ কাজে ও মাটির ক্ষয় রোধে মাটি রোধক এ পাটজাত পণ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬। **পিন ও স্টেভস্ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি ১২৭১.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে করিম জুট মিলে বাস্তবায়নের যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ৫,৩১,৯৯,০৯৪ টাকার ১১,৫১,৪৯,৫৮৯ টি পিন ও ৬,৯৪৮ টি স্টেভস ক্রয় করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

৭। **প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পঃ** আমিন জুট মিলস লিঃ ও ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ এ প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কায'ক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ এ আরও ১টি প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হবে।

৮। **Enterprise Resource Planning (ERP)**: বিজেএমসি'র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পাটক্রয়, পাটপণ্য বিক্রয়, উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক উপস্থিতি ও মজুরী, ওভারটাইম প্রদান, বিদ্যমান স্টক ইত্যাদি একটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিট্যালাইজড করার লক্ষ্যে বিজেএমসি'র আওতাধীন সকল মিলের বিভাগীয় কার্যক্রমকে সমন্বয় করে ১৬টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

৯। **পাট হতে ভিসকস্ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নীতিগত অনুমোদনক্রমে বিজেএমসি কর্তৃক প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। জিওবি অর্থায়নে ১২৯৮৪২.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ডিপিপি'র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। VISIONHUNTERS LIMITED OY, FINLAND এর সাথে প্রকল্পটি বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য ০৭/০২/২০১৮ তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বৎসর প্রায় $ ১০০০.০০ কোটি বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হবে।

১০। **বিজেএমসি-র প্রধান কার্যালয় সংস্কারঃ** ইতোমধ্যে বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ ও কনফারেন্স কক্ষ সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। বিপণনসহ অন্যান্য বিভাগ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে।

- **বিজেএমসি ডিজিটালাইজেসন**

  Enterprise Resource Planning- বিজেএমসি-তে ইআরপি এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সফটওয়ার ক্রয়ের কার্যক্রম বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ERP'র আওতায় বিজেএমসি-র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় সহ সকল মিল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম Digital Management এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি অনিয়ম বন্ধ হবে, লোকসানের পরিমাণও হ্রাস হবে।

ইজিপি - বিজেএমসি এবং মিলসমূহ ই জিপি এর কার্যক্রম অনুসরণ করে টেন্ডারের কাজ সম্পন্ন করছে।
ই-ফাইলিং - সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ই-ফাইলিং প্রক্রিয়ায় নথির কাজ চালু করা হয়েছে।

বায়োমেট্রিক হাজিরা - বিজেএমসি-তে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আঞ্চলিক অফিস ও ২৫ টি মিলসমূহে বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের হাজিরা নিশ্চিত করে আর্থিক কৃচ্ছতা সাধন করা এবং উৎপাদন তথা সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেএমসির সকল তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার বেতন মজুরী মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া অটোমেশন- পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পাটক্রয় কেন্দ্রগুলো জুট অটোমেশন এবং "এসএমএস ভিত্তিক পাটক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা" প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

- **লোকসানের পরিমান হ্রাস**

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের পাট খাতের উন্নয়নের জন্য পাট আইন, ২০১৭ প্রনয়ণ করেছে। বিজেএমসিকে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিজেএমসি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

এরই ফলশ্রুতিতে বিগত বৎসর মিল সমূহে লোকসানের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বিগত দশ বৎসরের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	সময়কাল (আর্থিক বছর)	লাভ-ক্ষতি পরিমান (লক্ষ টাকা)
১।	২০১৭-১৮	(৪৬৬২২.০৯)
২।	২০১৬-১৭	(৪৮১৫০.৮৮)
৩।	২০১৫-১৬	(৬৫৬৮১.২০)
৪।	২০১৪-১৫	(৭২৯০১.৬১)
৫।	২০১৩-১৪	(৫১৩০৮.৬০)
৬।	২০১২-১৩	(৩৯৬৯৭.১২)
৭।	২০১১-১২	(৭৮৩৫.১৮)
৮।	২০১০-১১	১৭৫৩.৮৪
৯।	২০০৯-১০	(২৭৫২৩.০৭)
১০।	২০০৮-০৯	(৩০৯৫৫.০৪)

- **পাটজাত পণ্যের মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ বাস্তবায়ন**

২০১০ সালে পাটজাত পণ্যের মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ প্রবর্তনের ফলে পরিবেশ-বান্ধব মোড়কের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী সময়ে পরিবেশ-বান্ধব এ সংক্রান্ত কোন আইন পাশ করা হয়নি।

- **নতুন নিয়োগ**

২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত ১১২০ জন কর্মকর্তা এবং ১২৩১ জন কর্মচারী মোট ২৩৫১ কে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ও কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ধ মিল চালু করা, ছাটাইকৃত শ্রমিকদের পুনরায় চাকরিতে পুর্নবহাল, বদলী শ্রমিকদের স্থায়ী করা, শ্রমিকদের মজুরী কমিশন ২০১৫ বাস্তবায়ন করার ফলে মিলসমূহে শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬৯,৬৬৫ (উনষাট হাজার ছয়শত পয়ষট্রি) শ্রমিকের চাকরি/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নিয়োগের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলঃ

কর্মকর্তা, কর্মচারী

সাল	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
২০০৮-০৯	৭৮	--	৭৮
২০০৯-১০	১১১	১০৫	২১৬
২০১০-১১	২৭৯	২৫১	৫৩০
২০১১-১২	৩৫৫	৪২৪	৭৭৯
২০১২-১৩	৬৭	১৮১	২৪৮
২০১৩-১৪	১৫২	১৭৭	৩২৯
২০১৪-১৫	৫৮	৭৮	১৩৬
২০১৫-১৬	১৪	১৫	২৯
২০১৬-১৭	৬	--	৬
২০১৭-১৮	--	--	--
মোট	১১২০	১২৩১	২৩৫১

শ্রমিক

সাল (১)	পুনরায় চাকরিতে পুর্নবহালের সংখ্যা (২)	বদলী শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা (৩)	শ্রমিক স্থায়ী করণের সংখ্যা (৪)	দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা (৫)	মোট নিয়োগের সংখ্যা (৬)=(২+৩+৫)
২০০৮-০৯	৩	২৯৭২	-	১০২৭	৪০০২
২০০৯-১০	১৩০২	১৭৩৪৬	১৪	৭৮৩	১৯৪৩১
২০১০-১১	৭৬৫	১০৪১৬	৪১২৬	৬৮০	১১৮৬১
২০১১-১২	৪১	৬৫৯৮	৩৪০৩	৪৩৫	৭০৭৪
২০১২-১৩	১১৮	৭০৩৭	১৭৬৫	১৯৮	৭৩৫৩
২০১৩-১৪	০১	৩০২৩	৩২৭	২৪০	৩২৬৪
২০১৪-১৫	-	৮৪৮	১০	১৩৩	৯৮১
২০১৫-১৬	-	১৮২৯	০১	৪৪০	২২৬৯
২০১৬-১৭	০২	৭২৩১	-	৫৯৬	৭৮২৯
২০১৭-১৮	০৭	৫২৭১	২৩	৩২৩	৫৬০১
মোটঃ	**২২৩৯**	**৬২৫৭১**	**৯৬৬৯**	**৪৮৫৫**	**৬৯,৬৬৫**

➢ শ্রমিক কল্যাণ

স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অত্র সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিটি মিলে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী টিকাদান কর্মসূচী, বছরে ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ সেবন, ডায়বেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সনাক্ত, ১০০ ভাগ প্রাথমিক সেবা প্রদান এবং সকল কর্মচারী ও শ্রমিকদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সনাক্ত করা হয়।

➢ অন্যান্য কর্মকান্ড

২০০৯-১৮ পর্যন্ত সময়কালে খেলা ধুলার উন্নয়নের জন্য ডেমরা করিম জুট মিল মাঠের পার্শ্বে একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বিজেএমসি এ্যাথলেটিক্স-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ২ (দুই) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ৩ (তিন) বার রানার আপ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় ১৫টি স্বর্ণ, ৫টি সিলভার ও ১টি ব্রোঞ্চ পদক অর্জন, সাইক্লিং-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৬ (ছয়) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ১ (এক) বার রানার আপ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় ১টি রোপ্য, ২টি তাম্র অর্জন, হ্যান্ডবল-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৬ (ছয়) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ১ (এক) বার রানার আপ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় ১১তম সাফ গেমসে রানার আপ অর্জন এবং দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ৩য় স্থান অর্জন, ভলিবল-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৬ (ছয়) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ২ (দুই) বার রানার আপ অর্জন, কাবাডি জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৫ (পাঁচ) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ১ (এক) বার রানার আপ অর্জন, ভারোত্তোলন-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৩ (তিন) বার ৩য় স্থান অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় এশিয়ান গেমসে রোপ্য পদক অর্জন, উশু-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৩ (তিন) বার ২য় স্থান ও ১ (এক) বার ৩য় স্থান অর্জন, জিমন্যাস্টিক-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ৫ (পাঁচ) বার চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় কফি আনান কাপ এ ১টি স্বর্ণ ও ১টি তাম্র পদক অর্জন, ফুটবল (মহিলা)-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ২ (দুই) বার চ্যাম্পিয়নশীপ ও ১ (এক) বার ৩য় স্থান অর্জন, ফুটবল (পুরুষ)-জাতীয় প্রতিযোগীতায় ২ (দুই) বার রানার আপ অর্জন, ২ (দুই) বার ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে।